

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
[www.mefwd.gov.bd](http://www.mefwd.gov.bd)

নং-৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৮.০১৫.২১.০১

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪২৮  
০২ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০২২ (সংশোধিত)

১। প্রেক্ষাপট:

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। চিকিৎসকগণ স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। তারপর তাহারা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি চিকিৎসকদের বাহিরেও বেসরকারি চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রহিয়াছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক সরকারি চিকিৎসক দীর্ঘ মেয়াদে ছুটি নিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, অনেকে যথাসময়ে বিভিন্ন পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পরিবার কারণে বার বার প্রেষণ বা অসাধারণ ছুটি নিয়া থাকেন। একদিকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা প্রেষণ/ছুটিতে গমন করেন; অন্যদিকে অনেকে যথায়থ শৃঙ্খলার অভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের অধিক সময় উচ্চ শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করেন। এতে করিয়া বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ডিউটি পোস্টের বাইরে অবস্থান করেন, সেই কারণে মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকের সংকট দেখা দেয়। দেশব্যাপী, বিশেষ করিয়া গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করিবার জন্য এধরনের অসংগতি দূর করা প্রয়োজন। আবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকুরির তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকুরির চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুখম ও ভারসাম্যমূলক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইলো।

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

- (ক) এই নীতিমালা ‘দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০২২ (সংশোধিত)’ নামে অভিহিত হইবে।
- (খ) এই নীতিমালা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৩। সংজ্ঞা:

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

- (ক) ‘উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ’ বলিতে এমবিবিএস/বিডিএস বা সমমানের ডিগ্রির পরে পরিশিষ্ট-ক ও খ তে বর্ণিত ডিগ্রি/পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাসমূহকে বুঝাইবে;
- (খ) ‘প্রেষণ’ অর্থ উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রেষণকে বুঝাইবে;
- (গ) ‘সাব-স্পেশালিটি’ বলিতে পরিশিষ্ট-খ তে বর্ণিত উচ্চতর ডিগ্রিসমূহকে বুঝাইবে;
- (ঘ) ‘শিক্ষা ছুটি’ বলিতে বাংলাদেশ চাকুরি বিধিমালার পার্ট-১ এর বিধি ১৯৪ এবং এফ আর-৮৪ এর আওতায় শিক্ষা ছুটিকে বুঝাইবে;
- (ঙ) ‘অসাধারণ ছুটি’ বলিতে ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর ৯(৩)(১) উপ-বিধি এর আওতায় অসাধারণ ছুটিকে বুঝাইবে;
- (চ) ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ বলিতে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে।

- (ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও তদনিন্ম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় চাকুরির মেয়াদ ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর পূর্ণ হইবার পর রাজস্ব বাজেটের অধীনে বা রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণকে এই নীতিমালার অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন কোর্সে/ প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা অনুযায়ী প্রেমণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৪.১)। ‘পরিশিষ্ট-গ’ এ বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য উপজেলা বা তদনিন্ম পর্যায়ে চাকুরির মেয়াদকাল সম্পূর্ণ শিথিলযোগ্য। পার্বত্য জেলাসমূহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখার স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০১১.০১৭.৭৬, তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ বর্ণিত হাওড়া/দ্বীপ/চর উপজেলা হিসাবে ঘোষিত উপজেলাসমূহে কর্মরত চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে চাকুরিকাল ০১ (এক) বৎসর শিথিল যোগ্য (পরিশিষ্ট-চ)।
- (খ) এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই নীতিমালার শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে প্রেমণ প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।
- (গ)(১) কোনো চিকিৎসক কোনো জেনারেল সাবজেক্টে এমডি/এমএস কোর্স করার পর একই জেনারেল সাবজেক্টে এফসিপিএস ডিগ্রির জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন না। আবার কোনো চিকিৎসক কোনো জেনারেল সাবজেক্টে এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করিলে একই জেনারেল সাবজেক্টে এমডি/এমএস কোর্সের জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন না।
- (২) কোনো চিকিৎসক উচ্চতর ডিগ্রি (এমডি/এমএস/এফসিপিএস) অর্জনের পর নিম্নতর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা বা সমপর্যায়ের) অর্জনের জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন না। তবে মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এমডি/এমএস/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর ‘মাস্টার্স ইন মেডিকেল এডুকেশন’ (এমএমইডি) ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম শিথিলযোগ্য হইবে।
- (৩) কোনো চিকিৎসক নিম্নতর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা/এমফিল বা সমপর্যায়ের) অর্জনের পর উক্ত বিষয়ের জেনারেল সাবজেক্টে উচ্চতর ডিগ্রি (এমডি/এমএস/এফসিপিএস) অর্জনের জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন।
- (৪) কোনো চিকিৎসক কোনো বিষয়ে এমডি/এমএস/এফসিপিএস কোর্সে জেনারেল ডিগ্রি অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধু সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেমণ প্রাপ্ত হইবেন।
- (৫) এমএমইডি ডিগ্রির ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো চিকিৎসক কোনোক্রমেই ০২টি কোর্সের বেশি অধ্যয়নের জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন না।
- (ঘ)(১) কোনো প্রার্থী কোনো বিষয়ে ডিপ্লোমা বা সমপর্যায়ের ডিগ্রি অর্জন করলে ০১ বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কর্ম সম্পাদনের পর একই বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি যেমন-এমডি/এমএস/এফসিপিএস সমপর্যায়ের ডিগ্রি এবং এমএমইডি ডিগ্রি অর্জন/ফেলোশীপ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন। একইভাবে কোনো প্রার্থী একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (এমএস/এমডি/এফসিপিএস) অর্জনের পর শুধুমাত্র ০৩ বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কর্মসম্পাদনের পরই পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেমণযোগ্য হইবেন।
- (২) কোনো প্রার্থী এমডি/এমএস/এমফিল/এমপিএইচ/ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৩ বৎসর কর্মকাল সম্পন্ন পর ‘পূর্ণ বৃত্তিতে’ পিএইচডি ডিগ্রির জন্য মনোনীত হইলে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে প্রেমণ মঞ্জুর করা হবে। তবে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করিলে সাব-স্পেশালিটির কোনো বিষয়ে প্রেমণ মঞ্জুর করা হইবে না একইভাবে সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জন করিলে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য প্রেমণ মঞ্জুর করা হইবে না।
- (৩) ‘খন্ডকালীন পিএইচডি’ ডিগ্রির জন্য কোনো প্রেমণ মঞ্জুর করা হইবে না। তবে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা যাইবে।
- (ঙ) কোনো সরকারি চিকিৎসক জনস্বাস্থ্য (পাবলিক হেলথ) এর কোনো বিষয়ে এমপিএইচ ডিগ্রি অর্জন করলে ০২ (দুই) বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কর্মসম্পাদনের পর যেকোনো উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেমণ প্রাপ্য হইবেন।
- (চ) এমডি/এমএস/এমফিল কোর্সের ফাইনাল পর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কেবল থিসিস সম্পন্ন করিবার জন্য অতিরিক্ত কোন শিক্ষা ছুটি/প্রেমণ পাইবেন না। তারা কর্মরত থেকেই থিসিস সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ছাত্র/ছাত্রীগণ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রটোকল অনুযায়ী নির্দিষ্ট গাইড/সুপারভাইজার এর তত্ত্বাবধানে থিসিস সম্পন্ন করিয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

- (ছ) (১) স্বেচ্ছায় কোর্স ত্যাগের কারণে কোনো শিক্ষার্থী চিকিৎসকের প্রেষণ বাতিল হইলে ঐ শিক্ষার্থী চিকিৎসক পরবর্তীতে আর কোনো কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোনো প্রকার ছুটি পাইবেন না। তবে 'পরিশিষ্ট-গ' এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে। তবে প্রেষণ বাতিলের পূর্বের ভোগকৃত প্রেষণ মেয়াদ অর্জিত ছুটির সাথে সমন্বয় করিতে হইবে। অর্জিত ছুটি প্রাপ্য না হইলে ভোগকৃত প্রেষণ মেয়াদ অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের বেতন-ভাতা ফেরৎ প্রদান/সমন্বয় করিতে হইবে। প্রেষণ বাতিলের আদেশাধীন চিকিৎসক কর্মকর্তাকে প্রেষণ বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে যোগদান করিতে হইবে। যোগদানের পর পরই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর নতুন পদায়নের আদেশ জারি করিবে। কোনো শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছায় কোর্স ত্যাগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে অবহিত করিবে।
- (২) কোনো চিকিৎসক কোর্স আউট হইলে ঐ চিকিৎসক পরবর্তীতে আর কোনো কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোনো প্রকার ছুটি পাইবেন না। তবে 'পরিশিষ্ট-গ' এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে। কোর্স আউটকৃত চিকিৎসক কর্মকর্তাকে কোর্স আউটের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে যোগদান করিতে হইবে। যোগদানের পর পরই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর নতুন পদায়নের আদেশ জারি করিবে। কোনো শিক্ষার্থীর কোর্স আউটের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে।
- (জ) কোনো প্রার্থী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রেষণ পাওয়ার যোগ্য হইবেন। তবে 'মাস্টার্স ইন মেডিকেল এডুকেশন (এমএমইডি)' ডিগ্রির ক্ষেত্রে ৫২ (বায়ান) বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রেষণ পাওয়ার যোগ্য হইবেন। ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া চলমান কোর্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রার্থীর বয়স ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছরের উর্দে হইলেও পরবর্তী কোর্স বা পর্বে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন। কিন্তু কোনো চিকিৎসক কোর্স আউট/কোর্স ত্যাগ/কোর্স থেকে বিরত থাকা/কোর্স স্বেচ্ছায় বাতিল করিলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
- (ঝ) কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো কারণে কোনো কোর্স সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইলে কোর্সটি সম্পন্নের জন্য অথবা শুধুমাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তার অনুকূলে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস শিক্ষা ছুটি এবং প্রয়োজনে অনধিক আরো ০৬ (ছয়) মাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। তবে ছুটির প্রাপ্যতা না থাকিলে তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।
- (ঞ) রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পের চিকিৎসকগণের ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে পদায়নের কোনো সুযোগ না থাকায় প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণের ক্ষেত্রে প্রকল্পে চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ০৫ বৎসর পূর্ণ হইলে প্রেষণ প্রদান করা হইবে।

৫। সাধারণ নিয়মাবলি:

- (ক) স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত/ভর্তিকৃত/নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আন্তঃকলেজ/প্রতিষ্ঠানে কোনো মাইগ্রেশন (Migration) এর সুযোগ পাইবেন না। তবে সরকারি চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার ৮(ঢ)(২) অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হইবে।
- (খ) কোন প্রার্থী একটি কোর্সে প্রেষণে থাকাকালীন অন্য কোনো কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাইবেন না এবং কোনো প্রার্থী কোনো একটি কোর্সে নির্বাচিত হইয়া প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত হইলে তিনি অন্য কোন কোর্সে/প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবেও অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। এর ব্যত্যয় হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধানমতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
- (গ) প্রেষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ডিগ্রি অর্জন করিবার পর ন্যূনতম আরও ০৫ (পাঁচ) বৎসর সরকারি চাকুরি করিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে প্রেষণের আবেদনের সাথে স্ব-স্বীকৃত অঞ্জীকারনামা প্রদান করিবেন। প্রেষণ/শিক্ষাছুটি ভোগ করিয়া ডিগ্রি অর্জনের পর কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর চাকুরি না করিয়া পদত্যাগ করিলে তিনি কোর্সে অধ্যয়নরত থাকাকালে যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সরকারকে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় তাহা সরকারি দাবি হিসেবে তাহার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।
- (ঘ) কোনো চিকিৎসক কোনো কোর্সে প্রেষণ/প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালীন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে পারিবেন না। এর ব্যত্যয় হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

৬। টিউশন ফি/বেতন/ভাতা ইত্যাদি:

- (ক) কোনো সরকারি চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রাপ্য হইবেন না।
- (খ) (১) চিকিৎসকগণের ওএসডির ফলে শূণ্য পদের বিপরীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) কর্তৃক চিকিৎসক পদায়ন করিতে হইবে। কোর্সে গমনকারী চিকিৎসক কর্মকর্তাকে প্রেষণকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে যোগদান করিতে হইবে। যোগদানের পর পরই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর নতুন পদায়নের আদেশ জারি করিবে।
- (২) প্রেষণ প্রাপ্তির পর কোর্স চলাকালীন চিকিৎসকগণ বেতন ভাতাদি/টিএ/ডিএ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাইবেন। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রেষণপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক বুক গ্রান্ট, খিসিস/ডিজারটেশন গ্রান্ট, পরীক্ষার ফি ও সেন্টার ফি প্রাপ্য হইবেন।
- (৩) নিপোর্ট ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে লিড রিজার্ভ পদ সৃজন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অধিদপ্তরসমূহের চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বেতন-ভাতা প্রেষণের জন্য ওএসডি হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর্মস্থল থেকে প্রদান করা হইবে।

৭। বিভিন্ন কোর্সের আসন বিন্যাস:

- (ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যার বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচন করা হইবে।
- (খ) স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে আসন সংখ্যা পরিবর্তন করা যাইবে।
- (গ) বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্সে মেধার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রার্থীদের আসন সংখ্যা সমানুপাতে (১:১) নির্ধারিত হইবে। তবে সরকারি চিকিৎসকদের জন্য প্রযোজ্য কোটা পূর্ণ না হইলে বেসরকারি চিকিৎসক দ্বারা আসন পূরণ করা যাইবে। বিভিন্ন কোর্সের বিদ্যমান আসন সংখ্যা (পরিশিষ্ট-৬) এই নীতিমালার ৭(খ) অনুসারে পরিবর্তনযোগ্য।
- (ঘ) প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক চিকিৎসক কোন কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন তাহার সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনের নিরিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে তা পর্যালোচনা পূর্বক সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেওয়া হইবে।

৮। বিভিন্ন কোর্সের মেয়াদ ও ছুটি:

- (ক) সাব-স্পেশালিটিসহ প্রতিটি কোর্সের শেষে পরীক্ষা সম্পন্ন করিবার জন্য কোর্সের মেয়াদের সাথে অতিরিক্ত ০২ (দুই) মাস সময় যোগ করে কোর্সের মেয়াদ হিসাব করা হইবে এবং তদনুযায়ী প্রেষণ মঞ্জুর করা হইবে।
- (খ) এমডি/এমএস/এমফিল/এফসিপিএস বা সমপর্যায়ের কোর্সের পার্ট-১, পার্ট-২, পার্ট-৩ তিনটি পর্বের জন্য একসঙ্গে প্রেষণ মঞ্জুর না করিয়া প্রতিটি পর্বের জন্য কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী প্রেষণ মঞ্জুর করা হইবে। কোনো পর্ব উত্তীর্ণ হইবার পরই কোর্সের পরবর্তী পর্বের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (গ) এমডি/এমএস রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের 'ক্লিনিক্যাল' বিষয়ে ফেজ-এ পর্বে ০২ বৎসর এবং ফেজ-বি পর্বে ০৩ বৎসর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ঘ) এমডি রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের প্যাথলজি বিষয়ে ফেজ-এ পর্বে ০২ বৎসর ও ফেজ-বি পর্বে ০২ বৎসর; ফরেনসিক মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, ফিজিওলজি, ভাইরোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিষয়ে ফেজ-এ পর্বে ০২ বৎসর ও ফেজ-বি পর্বে ০১ বৎসর; ফার্মাকোলজি বিষয়ে ফেজ-এ পর্বে ০১ বৎসর ০৬ মাস ও ফেজ-বি পর্বে ০১ বৎসর ০৬ মাস এবং এমএস রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের এনাটমি বিষয়ে ফেজ-এ পর্বে ০২ বৎসর ও ফেজ-বি পর্বে ০২ বৎসর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ঙ) এমডি/এমএস নন-রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের সকল বিষয়ে পার্ট-১ এর জন্য ০৬ মাস, পার্ট-২ এর জন্য ০৬ মাস ও ফাইনাল পার্ট এর জন্য ০১ বৎসর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (চ) এমফিল-সাইকিয়াট্রি, রেডিওথেরাপি ও রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিষয়ে পার্ট-১ এর জন্য ০৬ মাস ও পার্ট-২ এর জন্য ০১ বছর ০৬ মাস মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ছ) এমফিল-এনাটমি, ফিজিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি ও পিএসএম বিষয়ে ০২ বছর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (জ) 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা' কোর্সের সকল বিষয়ে, 'মাস্টার্স ইন মেডিকেল এডুকেশন (এমএমইডি)' ও 'এমএসসি ইন ফিল্ড এপিডেমিওলজি' বিষয়ে ০২ বছর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ঝ) 'এমপিএইচ' কোর্সের সকল বিষয়ে ০১ বছর ০৬ মাস মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ঞ) 'ফেলোশীপ প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী)' এর জন্য ০৬ মাস, 'ফেলোশীপ প্রশিক্ষণ (দীর্ঘ মেয়াদী)' এর জন্য কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী ০১ বছর/০১ বছর ০৬ মাস ও 'ফিল্ড এপিডেমিওলজি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ (এফইটিপি,বি)' এর জন্য ০২ বছর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ট) এফসিপিএস ১ম পর্বে সরাসরি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকায় এফসিপিএস ১ম পর্ব কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হইবে না। তবে ১ম পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এফসিপিএস ২য় পর্বের কোর্স ০১ (এক) বছর মেয়াদী হওয়ায় উক্ত কোর্স সম্পন্ন করিবার জন্য ০১ (এক) বছর মেয়াদে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।
- (ঠ) রেসিডেন্সি কোর্স এমডি/এমএস সম্পন্নের জন্য কোনো চিকিৎসক সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর এবং এফসিপিএস পার্ট-২ কোর্স সম্পন্নের জন্য ০১ (এক) বছর প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন। তবে কোনো চিকিৎসক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট একই বিষয়ে সাব-স্পেশালিটি কোর্স করিতে চাইলে সর্বোচ্চ আরো ০৩ (তিন) বছর প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।

- (ড) মঞ্জুরকৃত প্রেষণ মেয়াদকালে কোনো নারী চিকিৎসক মাতৃত্বকালীণ ছুটি ভোগ করিলে উহা মঞ্জুরকৃত প্রেষণ মেয়াদকালের সাথে বর্ধিত করে সমন্বয় করা হইবে।
- (ঢ)(১) কোনো সরকারি চিকিৎসক সরকারি চাকরির পূর্বে বেসরকারি শিক্ষার্থী হিসেবে কোনো কোর্সে অধ্যয়নরত থাকিলে এই নীতিমালার সকল শর্ত পূরণপূর্বক প্রেষণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে বেসরকারি প্রার্থী হিসেবে অধ্যয়নকাল নীতিমালায় বর্ণিত প্রেষণ মেয়াদ থেকে বাদ যাইবে। প্রার্থীকে তার সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোর্সের অবশিষ্ট মেয়াদ সম্পর্কিত প্রমাণক আবেদনের সাথে দাখিল করিতে হইবে।
- (২) যেইসকল সরকারি চিকিৎসক সরকারি চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো কোর্সের জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন কিংবা কোর্সের অংশ বিশেষ সম্পন্ন করিয়াছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) তাহাদেরকে মেধাক্রম ও পছন্দক্রম অনুযায়ী বিএসএমএমইউ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে মাইগ্রেশন করার সুযোগ দিবে। উক্ত চিকিৎসকগণ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট/আদেশসহ প্রেষণের জন্য আবেদন করিলে তাহাদের প্রেষণ মঞ্জুরের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

৯। প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন:

- (ক) চিকিৎসকগণ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রির ১ম পর্ব উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেনিং পদে পদায়নের জন্য স্ব স্ব অধিদপ্তরে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন করিবে। প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে ১ম পর্ব উত্তীর্ণ হইবার সময়কাল, জ্যেষ্ঠতা, উপযুক্ত স্থান ও পদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পদায়ন করা হইবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.২)। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট-এ কর্মরত চিকিৎসকগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Officer on Special Duty) হিসেবে স্ব-স্ব অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকিবেন। সংযুক্ত চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণের জন্য নিবন্ধন করিবেন। অতঃপর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর অন্যান্য চিকিৎসকদের মতই তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি প্রদান করিবেন।
- (খ) সংযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মূল কর্মস্থলে যোগদান করিবেন। যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- (গ) চাকুরীতে যোগদান করিবার পূর্বে কোন চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব সমাপন করিয়া থাকিলে ০২ (দুই) বৎসর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা তদনিম্ন স্বাস্থ্য স্থাপনায় চাকুরীকাল পূর্ণ করিবার পরই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের সুযোগ পাইবেন।
- (ঘ) পরিশিষ্ট-খ তে উল্লিখিত সাব-স্পেশালিটির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে প্রার্থীর তুলনায় প্রশিক্ষণ পদের স্বল্পতা আছে সে সকল বিষয়ে বিষয় ভিত্তিক অনধিক ১০ জনকে প্রতি সেশনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ মেয়াদের জন্য সংযুক্তি দেওয়া যাইবে।
- (ঙ) ডেন্টাল অনুসঙ্গে কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স/ ওরাল এন্ড মেক্সিলঃ সার্জারী/ অর্থোডন্টিক্স/প্রস্থোডন্টিক্স/ পেডোডন্টিক্স বিষয়সমূহে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ পদ না থাকায় প্রতিটি সেশনে প্রতিটি বিষয়ে অনধিক ০৫ জন চিকিৎসক-কে সংযুক্তি দেওয়া যাইবে।

১০। প্রেষণ প্রদানের পদ্ধতি:

- (ক) প্রেষণ প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের লক্ষ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীর সকল কাগজপত্র ভর্তি পরীক্ষার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেষণ নীতিমালার আলোকে পরীক্ষা করিবে। ভর্তি পরীক্ষা শেষে প্রেষণের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও কাগজপত্র (সফট কপিসহ) আবেদনকারীদের স্ব স্ব অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) আবেদনকারীদের কাগজপত্র প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক প্রেষণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্যতা নিরূপন করিয়া একটি সেশনে একটি বিষয়ে একটি কোর্সে যতজন চিকিৎসক ভর্তির সুযোগ পাইয়াছেন তাহাদের সকলের আবেদন একত্রে একটি অগ্রায়ণ পত্রে (সফট কপিসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।
- (গ) মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রেষণ নীতিমালার আলোকে প্রেষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- (ঘ) ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত তালিকা ব্যতিরেকে প্রেষণ প্রদান করা যাইবে না।
- (ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সেবা সহজিকরণ (SPS) ম্যানুয়াল অনুযায়ী স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রেষণ প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

১১। প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব:

স্নাতকোত্তর কোর্সে ২য় পর্ব/৩য় পর্ব/ফেজ-বি তে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকগণ তাদের নিজ নিজ কোর্সে পড়াশুনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগে উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা:

(ক) প্রেষণ/ছুটির প্রস্তাবের সাথে জীবন বৃত্তান্ত এবং ছুটি সংক্রান্ত নির্ধারিত ছকে ভুল তথ্যাদি/ অসম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(খ) নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রাখিয়া কেউ কোন কোর্সে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রদান করা হইবে না। এক্ষেত্রে তথ্য গোপনের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং তথ্য গোপন করিয়া কেউ কোনো কোর্সে ভর্তি হইলে তাহা বাতিল করা হইবে।

১৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম:

(ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) বিভিন্ন কোর্সে প্রেষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরি করিবে এবং কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রদানের সরকারি আদেশ (জিও)-এর এক কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-কে প্রদান করা হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি/ প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য ভান্ডার (ডাটা বেজ) হালনাগাদ করিয়া সংরক্ষণ করিবেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ন্যায় একই কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা প্রত্যেক সেশনে মঞ্জুরকৃত প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকদের পৃথক পৃথক তালিকা সংরক্ষণ/হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। বিবিধ:

(ক) এই নীতিমালায় উল্লেখ নাই এমন কোনো বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) এই নীতিমালা জারি হওয়ার পর পূর্ববর্তী প্রেষণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) পরিশিষ্টসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনের নিরিখে সংযোজন/বয়োজন করা হইবে।



(মোঃ আলী নূর)

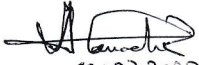
সচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

০১. ভাইস-চ্যান্সেলর, ..... মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সকল)
০২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
০৩. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
০৫. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বিজয়নগর, ঢাকা
০৬. সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্, মহাখালী, ঢাকা
০৭. যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৮. পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
০৯. পরিচালক (প্রশাসন/এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১০. ডীন, চিকিৎসা অনুষদ.....বিশ্ববিদ্যালয় (সকল)
১১. অধ্যক্ষ, সরকারি মেডিকেল কলেজ (সকল)
১২. অধ্যক্ষ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা
১৩. পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই), মহাখালী, ঢাকা
১৪. পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১৫. পরিচালক, জাতীয় বক্ষব্যাপি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (এনআইডিসিএইচ), ঢাকা
১৬. পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা
১৭. পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স, ঢাকা
১৮. পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সাইন্স, বিএসএমএমইউ ক্যান্সার, শাহবাগ, ঢাকা
১৯. পরিচালক, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ), মাতুয়াইল, ঢাকা
২০. পরিচালক, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২১. পরিচালক, জাতীয় কিডনী হাসপাতাল (নিকডু), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২২. পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান(নিটোর), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২৩. পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২৪. পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
২৫. পরিচালক, জাতীয় নাক, কান ও গলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা
২৬. পরিচালক, শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট, ঢাকা
২৭. পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), মহাখালী, ঢাকা
২৮. পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২৯. পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি), চট্টগ্রাম
৩০. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩১. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৩২. উপসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৩৩. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)



০২.০১.২০২২

(মোহাম্মদ আবদুল কাদের)

উপসচিব

ফোন নং-৯৫৪০৭৩০

e-mail: me1@mefwd.gov.bd

**পরিশিষ্ট-ক**  
বিভিন্ন অনুষদ এর কোর্সসমূহ ও প্রেষণের মেয়াদ

**মেডিসিন অনুষদ:**

ক্রম	বিষয়ের নাম	প্রেষণের মেয়াদকাল		
১.	এমডি- ইন্টারনাল মেডিসিন/ডার্মাটোলজি এন্ড ভেনঃ/ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি/ হেমাটোলজি/ নেফ্রোলজি/ নিউরোলজি/ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাব/ কার্ডিওলজি/ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম/ সাইক্রিয়াট্রি/ মেডিকেল অনকোলজি/ রেডিয়েশন অনকোলজি/ হেপাটোলজি/ পালমোনলজি/ রিউম্যাটোলজি/ চেষ্ট ডিজিজিজ/ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন/ট্রপিক্যাল মেডিসিন/পেলিয়েটিভ মেডিসিন/চাইল্ড এন্ড এডলোসেন্ট সাইক্রিয়াট্রি/এন্ডোক্রাইনোলজি	ফেজ-এ ০২ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-১, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-২, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফাইনাল পার্ট-০২ বছর (নন-রেসিডেন্সি)
২.	এফসিপিএস	১ম পর্ব-সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে	২য় পর্ব- ০১ (এক) বছর	-
৩.	এমফিল-সাইক্রিয়াট্রি/রেডিওথেরাপি	০৬ (ছয়) মাস	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	-
৪.	নিউক্লিয়ার মেডিসিন	ফেজ-এ ০২ বছর (রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর (রেসিডেন্সি)	-
৫.	ডিপ্লোমা-কার্ডিওলজি/ডার্মাঃ এন্ড ভেনঃ/চাইল্ড হেলথ/ফরেনসিক মেডিসিন/ডি টি সি ডি/এন্ডাঃ মেটাঃ/ডিবিএসটি/ট্রান্সফিউশন মেডিসিন/ এন্ডোক্রাইনোলজি	০২ বছর	-	-

**সার্জারী অনুষদ:**

ক্রম	বিষয়ের নাম	প্রেষণের মেয়াদকাল		
১.	এমএস-জেনারেল সার্জারী/ নিউরো সার্জারী/ অবস্ এন্ড গাইনী/ অফথ্যালমোলজি/কমিউনিটি অফথ্যালমোলজি/ অর্থোপেডিক্স সার্জারী/ অটোল্যারিংগোলজি/ পেডিয়াট্রিক সার্জারী/প্লাস্টিক সার্জারী/ ইউরোলজি/ সিটিএস/সার্জিক্যাল অনকোলজি/ভাসকুলার সার্জারী/খোরাসিক সার্জারী/ কার্ডিওভাসকুলার এন্ড খোরাসিক সার্জারী/ হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি	ফেজ-এ ০২ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-১, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-২, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফাইনাল পার্ট- ০২ বছর (নন-রেসিডেন্সি)
২.	এমডি-এ্যানেসথেসিওলজি/ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন/রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং	ফেজ-এ ০২ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-১, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-২, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফাইনাল পার্ট- ০২ বছর (নন-রেসিডেন্সি)
৩.	এফসিপিএস	১ম পর্ব-সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে	২য় পর্ব- ০১ (এক) বছর	-
৪.	এমফিল-রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং	০৬ (ছয়) মাস	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	-
৫.	ডিপ্লোমা-অফথ্যালমোলজি/ অর্থোপেডিক্স/ এ্যানেসথেসিওলজি/ গাইনী এন্ড অবস্/ অটোল্যারিংগোলজি/কমিউনিটি অফথ্যালমোলজি/মেডিকেল রেডিও ডায়াগনোসিস	০২ বছর	-	-

**পেডিয়াট্রিক অনুষদ:**

ক্রম	বিষয়ের নাম	প্রেষণের মেয়াদকাল		
১.	এমডি- পেডিয়াট্রিক / পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি ও নিউরোডেভেলপমেন্ট/ নিউনেটোলজি/ পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি/ পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি/ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি/পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি	ফেজ-এ ০২ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-১, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর (রেসিডেন্সি)  পার্ট-২, ০৬ মাস (নন-রেসিডেন্সি)	ফাইনাল পার্ট- ০২ বছর (নন-রেসিডেন্সি)



**বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদ:**

ক্রম	বিষয়ের নাম	প্রেষণের মেয়াদকাল		
১.	এমডি-প্যাথলজি/ বায়োকেমিস্ট্রি (নন রেসিডেন্সি)	পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)	পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)	ফাইনাল পার্ট- ০২ বছর (নন রেসিডেন্সি)
২.	এমডি-প্যাথলজি (রেসিডেন্সি)	ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর	ফেজ-বি, ০২ (দুই) বছর	-
৩.	এমডি-ফরেনসিক মেডিসিন	ফেজ-এ ০২ বছর (রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০১ বছর (রেসিডেন্সি)	ফাইনাল পার্ট-০২ বছর (নন রেসিডেন্সি)
৪.	এমডি-মাইক্রোবায়োলজি/ ফিজিওলজি/ ভাইরোলজি/ বায়োকেমিস্ট্রি/ল্যাবরেটরী মেডিসিন (রেসিডেন্সি)	ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর	ফেজ-বি, ০১ (এক) বছর	-
৫.	এমএস-এনাটমি (রেসিডেন্সি)	ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর	ফেজ-বি, ০১ (এক) বছর	-
৬.	এমডি-ফার্মাকোলজি (রেসিডেন্সি)	ফেজ-এ, ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	ফেজ-বি, ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	-
৭.	এমএমইডি-মেডিক্যাল এডুকেশন	০২ বছর	-	-
৮.	ডিপ্লোমা-প্যাথলজি/ল্যাবরেটরী মেডিসিন/ফরেনসিক মেডিসিন	০২ বছর	-	-
৯.	এমফিল-এনাটমি/ফিজিওলজি/মাইক্রোবায়োলজি/ ফার্মাকোলজি/বায়োকেমিস্ট্রি	পার্ট-১, ০৬ মাস	পার্ট-২, ০৬ মাস	ফাইনাল পার্ট-০১ বছর

**প্রিভেনটিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদ:**

ক্রম	বিষয়ের নাম	প্রেষণের মেয়াদকাল
১.	এমফিল-পিএসএম	০২ বছর
২.	এমপিএইচ-কমিউনিটি মেডিসিন/ এপিডেমিওলজি/ পিএইচএ/ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট/ নিউট্রিশন/ এইচপি এন্ড এইচই/ আর সি এইচ/ ওইএইচ/নন-কমিউনিঃ ডিজিজ/ কমিউনিটি নিউট্রিশন	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস
৩.	এমএসসি ইন ফিল্ড এপিডেমিওলজি	০২ বছর

**ডেন্টাল অনুষদ:**

ক্রম	বিষয়ের নাম	প্রেষণের মেয়াদকাল		
১.	এমএস-কনজারভেটিভ ডেন্টালিটি এন্ড এন্ডোডনটিক্স/ ওরাল এন্ড মেক্সিলঃ সার্জারি/ অর্থোডনটিক্স/ প্রস্ভোডনটিক্স/প্যাডোডনটিক্স	ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর (রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি, ০৩ (তিন) বছর (রেসিডেন্সি)	-
২.	এফসিপিএস	১ম পর্ব-সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে	২য় পর্ব-০১ (এক) বছর	-
৩.	ডিপ্লোমা-ডেন্টাল সার্জারী	০২ বছর	-	-

**ফেলোশীপ প্রশিক্ষণ:**

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল
১.	ফেলোশীপ প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী)	০৬ (ছয়) মাস
২.	ফেলোশীপ (দীর্ঘ মেয়াদী)	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস
৩.	ফিল্ড এপিডেমিওলজি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ (এফইটিপি,বি)	০২ (দুই) বছর

**বি: দ্র:**

- ১। রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম বাদে সকল অনুষদের ০৫ বছর মেয়াদি সকল স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব (০৬ মাসের কোর্স) পাশ করার পর স্ব-স্ব ডিসিপ্লিনে ০২ বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।
- ২। উল্লিখিত কোর্স ব্যাতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক কোন নুতন কোর্স চালু করা হইলে তাহা প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'পরিশিষ্ট-ক' তে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

**পরিশিষ্ট-খ**

সাব-স্পেশালিটি বিষয়সমূহ  
নিম্নোক্ত সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রিসমূহের মেয়াদকাল হবে ০৩ (তিন) বছর

ক্রম	সাব-স্পেশালিটি				
	সার্জিক্যাল	মেডিসিন	পেডিয়াট্রিক	অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনিকোলজিক্যাল	এ্যানেসথেসিওলজি
	কোন চিকিৎসক জেনারেল সার্জারীতে এমএস/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৮(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হইবেন	কোন চিকিৎসক ইন্টারনাল মেডিসিন/এ্যানেসথেসিয়া (শুধুমাত্র পেলিয়েটিভ মেডিসিন এর ক্ষেত্রে) এমডি/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৮(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হইবেন	কোন চিকিৎসক জেনারেল পেডিয়াট্রিক্স-এ এমডি/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৮(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হইবেন	কোন চিকিৎসক অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকলজিক্যাল বিষয়ে এমএস/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৮(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হইবেন	কোন চিকিৎসক এ্যানেসথেসিওলজি /মেডিসিন বিষয়ে এমডি/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৮(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হইবেন
১	ইউরোলজি	কার্ডিওলজি	নিওন্যাটোলজি	ফিটো-মেটারনাল মেডিসিন	ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন
২	সার্জিক্যাল অনকোলজী	ট্রান্সফিউশন মেডিসিন	পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি	গাইনিকোলজিক্যাল অনকোলজি	
৩	নিউরো-সার্জারী	নেফ্রোলজি	পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি	রিপ্রোডাকটিভ এনডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি	
৪	কার্ডিওভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জারী	গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি	পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি	-	
৫	থোরাসিক সার্জারী	নিউরো-মেডিসিন	পেডিয়াট্রিক পালমোনলজি	-	
৬	প্লাস্টিক এন্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারী	হেপাটোলজি	পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	-	
৭	অর্থোপেডিক্স সার্জারী	এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম	পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি	-	
৮	পেডিয়াট্রিক্স সার্জারী	পালমোনলজি	-	-	
৯	কলোরেকটাল সার্জারী	রিউম্যাটোলজি	-	-	
১০	-	ইনফেকসাজ ডিজিজ এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন	-	-	
১১	-	পেলিয়েটিভ মেডিসিন	-	-	

বি: দ্র: উল্লিখিত কোর্স ব্যাতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক কোন নূতন কোর্স চালু করা হইলে তাহা প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'পরিশিষ্ট-খ' তে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পরিশিষ্ট-গ

বেসিক সাইন্স/প্যারা ক্লিনিক্যাল এর বিষয়সমূহ:

১. Anatomy
২. Physiology
৩. Biochemistry
৪. Pharmacology
৫. Pathology
৬. Microbiology
৭. Forensic Medicine
৮. Community Medicine
৯. Virology
১০. Laboratory Medicine

অন্যান্য বিষয়সমূহ:

১. Anesthesia, Analgesia and Intensive Care Medicine
২. Transfusion Medicine

বি: দ্র: প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোন বিষয়কে 'পরিশিষ্ট-গ' তে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

rp

পরিশিষ্ট-ঘ (পরিমার্জিত)

(প্রেষণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫ এর 'গ' দ্রষ্টব্য)  
দেশের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসকদের  
উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্ব-স্বীকৃত অঙ্গীকারনামা

আমি (নাম).....(কোড নং-).....  
(পদবি)..... দপ্তর..... ফোন/মোবাইল নং-.....  
স্থায়ী ঠিকানা.....এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,  
(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা).....  
.....এর ব্যবস্থাপনায়.....  
.....মাস/বছর মেয়াদী.....  
.....কোর্সে মনোনীত হইয়াছি এবং আমার

মনোনয়ন/নির্বাচন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে...

- (১) কর্তৃপক্ষ ভিন্নরূপ আদেশ না দিলে কোর্স/কর্মসূচি সমাপ্তির পরে নির্ধারিত সময়ে কর্মে প্রত্যাবর্তন করিব;
- (২) কোর্স/কর্মসূচি চলাকালীন আয়োজক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা মেনে চলিব এবং আমার চাকুরির সুনাম হানি হয় এরূপ কোন কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হইব না;
- (৩) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করিব;
- (৪) উচ্চ শিক্ষা কোর্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা আরোপিত সকল বকেয়া/দায় (যদি থাকে) পরিশোধ করিব;
- (৫) কোর্সে অংশগ্রহণকালে ব্যক্তিগত কোন আর্থিক দায়ে পড়িলে আমি বা আমার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা সরকারের নিকট কোন দাবি করিব না। ডেপুটেশন/শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য চাকরি বিধিমালা আমি অনুসরণ করিবো;
- (৬) আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা চলমান নেই।
- (৭) প্রেষণ শেষ করে সরকারি চাকরি হতে অব্যাহতি নিলে প্রেষণ নীতিমালার ৫(গ) অনুচ্ছেদের বিধান মানিতে বাধ্য থাকিবো।
- (৮) আমি স্বেচ্ছায় প্রেষণ বাতিল করিলে প্রেষণ ভোগকালীন সময়ের বিষয়ে প্রেষণ নীতিমালার ৪(ছ) অনুচ্ছেদের বিধান মানিতে বাধ্য থাকিবো।
- (৯) আমি এই ঘোষণার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে সরকার বিধি মোতাবেক আমার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবো।

২। আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উল্লিখিত ঘোষণা আমার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় স্ব-জ্ঞানে এই অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করিলাম।

স্থান:

অঙ্গীকারকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ:

স্বাক্ষর:

১।

২।

**পরিশিষ্ট-৬**  
**বিভিন্ন কোর্সের বিদ্যমান আসন সংখ্যা**

ক্রম	স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের নাম	কোর্স এবং আসন সংখ্যা						
		এমএস	এমডি	এমফিল	ডিপ্লোমা	এমপিএইচ	অন্যান্য	মোট
০১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা	৭৮	১৩৩	-	৬২	৮	-	২৮১
০২.	বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন, মহাখালী, ঢাকা	-	-	-	-	-	-	-
০৩.	সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই), মহাখালী, ঢাকা	-	-	-	৫	-	৫ এমএমইডি	১০
০৪.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	২৭	৫৩	২৫	৫৬	৩	-	১৬৪
০৫.	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৯	১৬	১১	২৫	৩	-	৬৪
০৬.	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ	৯	১৯	১২	৩৫	২	-	৭৭
০৭.	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	-	-	২	১৯	-	-	২১
০৮.	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	২০	২১	১৩	৩২	২	-	৮৮
০৯.	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট	৮	১৩	১২	২৪	-	-	৫৭
১০.	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী	৬	৯	১২	৩২	৩	-	৬২
১১.	রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর	২	৪	৪	১৯	-	-	২৯
১২.	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা	-	-	-	১০	-	-	১০
১৩.	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১	২	-	৬	-	-	৯
১৪.	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর	-	-	-	১	-	-	১
১৫.	খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা	-	-	-	৮	-	-	৮
১৬.	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর	-	-	-	১৩	-	-	১৩
১৭.	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা	৪	-	-	৩	-	-	৭
১৮.	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	৫	৮	-	৩	-	-	১৬
১৯.	জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (এনআইডিসিএইচ)	৩	৮	-	৫	-	-	১৬
২০.	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা	২	৪	-	-	-	-	৬
২১.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স, ঢাকা	২	৩	-	-	-	-	৫
২২.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সাইন্স, ব্লক-ডি, বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ, ঢাকা	-	৫	-	-	-	-	৫
২৩.	শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ), মাতুয়াইল, ঢাকা	৫	৫	-	১০	-	-	২০
২৪.	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	৪	-	-	৫	-	-	৯
২৫.	জাতীয় কিডনী হাসপাতাল (নিকডু), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	৩	৬	-	-	-	-	৯
২৬.	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান(নিটোর), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	১০	-	-	৮	-	-	১৮

ক্রম	স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের নাম	কোর্স এবং আসন সংখ্যা						মোট
		এমএস	এমডি	এমফিল	ডিপ্লোমা	এমপিএইচ	অন্যান্য	
২৭.	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	৩	-	১	-	-	-	৪
২৮.	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	-	২	-	১৭	-	-	১৯
২৯.	রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	-	-	-	-	-	১০ (এমএসসি ইন ফিল্ড এপিডেমিওলজি)	১০
৩০.	জাতীয় নাক, কান ও গলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা	৩	-	-	-	-	-	৩
৩১.	শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট, ঢাকা	৭	-	-	-	-	-	৭
৩২.	জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), মহাখালী, ঢাকা	-	-	৪	-	৮৩	-	৮৭
৩৩.	বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	১০	২০	-	১৫	-	-	৪৫
৩৪.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস, চট্টগ্রাম (বিআইটিআইডি)	-	৩	-	-	-	-	৩
মোট		২২১	৩৩৪	৯৬	৪১৩	১০৪	১৫	১১৮০

বি: দ্র: যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন কোর্সের বিদ্যমান আসন সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাইবে।

১৭

পরিশিষ্ট-চ

পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশের হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলা হিসাবে ঘোষিত উপজেলাসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলার নাম
১	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	ইটনা
২			মিঠামইন
৩			অষ্টগ্রাম
৪	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ
৫		কক্সবাজার	কুতুবদিয়া
৬		নোয়াখালী	হাতিয়া
৭	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	চোহালি
৮	রংপুর	কুড়িগ্রাম	রৌমারী
৯			চর রাজিবপুর
১০	বরিশাল	পটুয়াখালী	রাংগাবালী
১১		ভোলা	মনপুরা
১২	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
১৩			শাল্লা
১৪			দোয়ারাবাজার
১৫			হবিগঞ্জ
১৬	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী
মোট	৮টি	১১টি	১৬টি

*Handwritten signature*